সহজ পদ্ধতিতে

আনা, গন্ডা, কড়া, ক্রান্তি ও তিলের পরিচয়

বাংলাদেশ ডিজিটাল সার্ভে (বি.ডি.এস) ২০২৩

ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন ২০২৩

মোঃ ওমর ফারুক (এম.এ)

রহিম ল' বুক হাউস

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	আনা, গন্ডা, কড়া, ক্রান্তি, তিলের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, মেট্রিক পদ্ধতির হিসাব	১১
দ্বিতীয় অধ্যায়	আনা, গন্ডা, কড়া, ক্রান্তি ও তিল লেখার নিয়ম	২৭
তৃতীয় অধ্যায়	আনা, গন্ডা, কড়া, ক্রান্তি ও তিলের যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের নিয়ম	৩৩
চতুর্থ অধ্যায়	আনার ভাংতি বা খুচরা গুণের নিয়ম ও ডিজিটাল পদ্ধতি এর সাথে আনার হিসাব নিকাশ	৪৬
পঞ্চম অধ্যায়	C.S, R.S , S.A ও B.S খতিয়ান চেনার উপায়	৫২
ষষ্ঠ অধ্যায়	C.S, বা S.A খতিয়ানে আনা, গন্ডা, কড়া, ক্রান্তি ও তিল হতে অংশ ও জমির পরিমাণ বের করার নিয়ম	৬৭
সপ্তম অধ্যায়	B.S খতিয়ান থেকে S.A এবং S.A বা C.S খতিয়ান থেকে B.S খতিয়ানে রূপান্তর করার নিয়ম	৭১
অষ্টম অধ্যায়	স্থানীয় কাণি কালির হিসাব	৮৩
নবম অধ্যায়	প্রচলিত হাল-কেদার কালি	১০২
দশম অধ্যায়	বাংলাদেশ ডিজিটাল সার্ভে (B.D.S) ২০২৩ এর পরিচয়	১০৮
একাদশ অধ্যায়	ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২৩ ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিধিমালা, ২০২৪	১২৯ ১৩৮

প্রথম অধ্যায়

আনা, গন্ডা, কড়া, ক্রান্তি ও তিলের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ভূমিকা ঃ প্রাচীনকালে আমাদের দেশে বিভিন্ন সময় বা একই সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে চার প্রকার বিনিময় মুদ্রার প্রচলন ছিল। প্রচলিত সেই বিনিময় মুদ্রাগুলো হচ্ছে-

১। তাম্রমুদ্রা
২। রৌপ্য মুদ্রা
৩। স্বর্ণ মুদ্রা
৪। কড়ি

চার প্রকার বিনিময় মুদ্রার ক্ষুদ্র এবং অতিক্ষুদ্র বিভাজন ছিল। এই বিনিময় মুদ্রাসমূহের মধ্যে কড়ি ছিল সবচেয়ে নিম্নমানের। তখন দ্রব্যমূল্য খুব কম ছিল। অধিকন্তু সরকারের আর্থ বিস্তার বা বাণিজ্য পরিধি ছোট ছিল। তাই সাধারণ জনগণের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সুবিধার জন্য বিনিময় মুদ্রার ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র বিভাজন ছিল অপরিহার্য। এই বিভাজনগুলো হচ্ছে অর্ধ পয়সা, পাই, পয়সা, ডাবল পয়সা, দুআনি, সিকি, আধুলি, টাকা, মোহর এবং কড়া, গন্ডা, বুড়ি, পণ, চৌক প্রভৃতি। এছাড়া আরও কিছু ক্ষুদ্রতর বিভাজন ছিল। যেমন- বিন্দু, ঘুণ, তিল, কাক, যব, দন্তি, ক্রান্তি, রেণু ইত্যাদি। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত বিনিময় মুদ্রা ও বিভাজনের সঙ্গে এর কোন মিল নেই। নিম্নে চার প্রকার মুদ্রার সরল বিভাজন পৃথকভাবে দেখানো হলো ঃ

১। তাম্র মুদ্রার বিভাজন ঃ

২ অর্ধ পয়সা বা ৩ পাই = ১ পয়সা
২ পয়সা বা ৬ পাই = ১ ডাবল পয়সা

১২। সহজ পদ্ধতিতে আনা, গন্ডা, কড়া, ক্রান্তি ও তিলের পরিচয়

৪ পয়সা বা ২ ডাবল পয়সা = ১ আনা
২ আনা বা ৪ ডাবল পয়সা = ১ দুআনি

২। রৌপ্য মুদ্রার বিভাজন ঃ

৪ আনা বা ২ দুআনি = ১ সিকি
২ সিকি বা ৪ দুআনি = ১ আধুলি
২ আধুলি বা ৪ সিকি বা ১৬ আনা = ১ টাকা

৩। স্বর্ণ মুদ্রা ঃ

১৬ টাকা = ১ মোহর
১ মোহর = ১৬ টাকা (রৌপ্য মুদ্রায় ২৫৬ টাকা)

৪। কড়ি বা কুড়ি মুদ্রা ঃ

৪ কড়া = ১ গন্ডা
৫ গন্ডা = ১ বুড়ি বা ১ পয়সা
৪ বুড়ি বা ১ পয়সা = ১ পণ বা ১ আনা
৪ পণ বা ৪ আনা = ১ চৌক
৪ চৌক বা ১৬ পণ = ১ টাকা বা ১ কাহন

বিনিময় মুদ্রার আরও কিছু অতিক্ষুদ্র বিভাজন নিচে দেওয়া হলো।

২০ বিন্দু = ১ ঘুণ
১৬ ঘুণ = ১ তিল
২০ তিল = ১ কাক
৪ কাক = ১ কড়া

আবার অন্য আরেকটি মূল্যমানও ছিল-

৩ যব = ১ দন্তি
৩ দন্তি = ১ ক্রান্তি
৩ ক্রান্তি = ১ কড়া
৯ দন্তি = ১ কড়া
২৭ যব = ১ কড়া

তাছাড়া আরও একটি ক্ষুদ্র বিভাজন প্রচলিত ছিল। সেটি হচ্ছে রেণু।
৩২০ রেণু = ৭ দিপ = ৫ তাল = ১ কড়া।

আনা, গন্ডা, কড়া, ক্রান্তি ও তিলের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ঃ

জমি জমা নিয়ে কাজ করতে হলে বা নিজের জায়গা জমি থাকলে তার হিসাব রাখাটা প্রত্যেকের জন্য জরুরী হয়ে পড়ে। কিন্তু আমাদের জমি জমার খতিয়ান সেই পুরনো আমলের আনা, গন্ডা, কড়া, ক্রান্তি, তিল ইত্যাদিতে লেখা বলে আমরা আমাদের প্রাপ্য অংশ বা হিস্যা বের করতে পারি না। কারণ কড়া, ক্রান্তির হিসাবটা আমরা অনেক জটিল মনে করি। তবে সদিচ্ছা থাকলে এবং এই বইটি মনোযোগ সহকারে পড়লে আশাকরি আপনি খুব সহজেই এই হিসেবটা বুঝতে পারবেন। ধরুন আপনি কোন জমি কেনার জন্য মনস্থির করেছেন। কিন্তু আপনার সাহস হচ্ছেনা জমি কেনার। কারণ আপনি জমির হিস্যা বুঝতে পারেন না। সি.এস বা এস.এ খতিয়ানে যে সাংকেতিক আনা, গন্ডা, কড়া, ক্রান্তি ও তিল চিহ্ন আছে সেগুলো বুঝতে পারেন না। ফলে আপনি জমি কিনলে ঠকার আশঙ্কা করছেন। এ জন্য আনা, গন্ডা, কড়া, ক্রান্তি ও তিল সম্পর্কে জানা প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য। বর্তমান সময়ে প্রতিটা ঘরে একজন করে হলেও শিক্ষিত লোক আছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো জায়গা জমির কাগজপত্র বোঝারমত লোকের অভাব আছে। সে জন্য দালালের হাতে পড়ে আমরা সর্বস্ব হারিয়ে ফেলি। বহু পুরাতন দলিল, খতিয়ান বা কাগজপত্র বোঝার জন্য অবশ্যই আপনাকে আনা, গন্ডা, কড়া, ক্রান্তি ও তিলের ব্যবহার জানতে হবে। তবেই মোকদ্দমা সংক্রান্ত অর্থের অপচয় রোধ, গ্রাম্য শালিসী বৈঠকে কেউ যেন নিজ ভূ-সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করতে না পারে। এভাবে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আমরা প্রত্যেকে করতে পারবো। আপনি একজন ভালো সিভিল আইনজীবী বা মহুরী বা দলিল লেখক হতে চাইলে অবশ্যই পুরাতন কাগজপত্রে দক্ষ হতে হবে।

সেক্ষেত্রে আনা, গন্ডার হিসাব আপনাকে ভালোভাবে শিখতে হবে। কিছু কিছু ব্যক্তি মনে করেন যে, দেশ যেভাবে ডিজিটাল হচ্ছে তাতে আগামী পাঁচ বা দশ বছর এর মধ্যে মনে হয় আনা, গন্ডার হিসাবটা উঠে যাবে। কিন্তু বাস্তবে কখনোই সেটা হবে না। আপনি চিন্তা করুন বৃটিশরা সেই একশত বছর পূর্বে সি.এস রেকর্ড তৈরী করেছিল, কিন্তু আজও সেই রেকর্ড নিয়ে মামলা চলছে। জমির কাগজপত্র যতদিন থাকবে, ততদিন এটির গুরুত্ব থাকবে। জমি ক্রয়-বিক্রয় বা যেকোন হস্তান্তরের জন্য সাবেক খতিয়ানগুলোর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। অনেকে আমাকে বলে থাকেন যে, বর্তমান খতিয়ানে তো আনা, গন্ডা ইত্যাদির ব্যবহার নেই। তাহলে কেন এগুলো এতো কষ্ট করে শিখবো ? আমি তাদেরকে বলবো এখনো বহু পুরাতন মামলা সিভিল কোর্টগুলোতে বর্তমান চালু আছে। যেগুলো চলতে চলতে বিচারক চলে গেছে পৃথিবী থেকে, আইনজীবী চলে গেছে পরপারে। কিন্তু মামলা চলছে তো চলছেই। আবার নতুন বিচারক, নতুন আইনজীবী সেগুলো চালু করছে। এভাবে চলতে থাকবে। আপনার আমার কথায় কিছু আসে যায় না। কারণ অতীতের কাছে আমরা সবাই ঋণী। অতীতকে গবেষণা করেই বর্তমানে পৌছাতে পেরেছি। বর্তমান যুগে আনা, গণ্ডা, কড়া, ক্রান্তি, তিল ইত্যাদির ব্যবহার উঠে গেলেও পুরনো খতিয়ান, দলিল ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বুঝতে গেলেই এগুলোর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। কথায় বলে দাদা না থাকলে বাবা হতো না, আর বাবা না থাকলে আমার অস্তিত্ব কল্পনা করা যেত না। তাই অতীত থেকে বর্তমানের সৃষ্টি। আনা, গণ্ডা, কড়া, ক্রান্তি তিল ইত্যাদি অনেক ঝামেলা মনে হলেও আসলে ততোটা কঠিন নয়।

নিম্নে আনা, গণ্ডা, কড়া, ক্রান্তি ও তিল ইত্যাদির সূত্রসমূহ তুলে ধরা হলো।

১ (এক টাকা) = ১৬ আনা	১৬ আনা = ১ (এক টাকা)
১ আনা = ২০ গণ্ডা	১৬ আনা = ৩২০ গন্ডা
১ গণ্ডা = ৪ কড়া	১৬ আনা = ১২৮০ কড়া
১ কড়া = ৩ ক্রান্তি	১৬ আনা = ৩৮৪০ ক্রান্তি
১ ক্রান্তি = ২০ তিল	১৬ আনা = ৭৬৮০০ তিল

১ ক্রান্তি = ২০ তিল	২০ তিল = ১ ক্রান্তি
১ কড়া = ৩ ক্রান্তি	৩ ক্রান্তি = ১ কড়া
১ গণ্ডা = ৪ কড়া	৪ কড়া = ১ গণ্ডা
১ আনা = ২০ গণ্ডা	২০ গণ্ডা = ১ আনা
১ (এক টাকা) = ১৬ আনা	১৬ আনা = ১ টাকা

১৬ আনা = ১ টাকা বা ৬৪ পয়সা বা ৪ চৌক
১ আনা = ১ পণ বা ১ কাণি বা ২০ গণ্ডা
১৬ পণ = ১ কাহণ/ দ্রোন
২০ গণ্ডা = ১ কাণি
১৬ কাণি = ১ দ্রোন
১ গণ্ডা = ৪ কড়া
১ কড়া = ৩ কন্ঠ/ক্রান্তি
১ ক্রান্তি = ৬ দন্ত
১ দন্ত = ৭ ধুল
১ ধুল = ৩০ রেণু

১ টাকা বা (ষোল আনা)	=	৩২০ গণ্ডা
১ " "	=	১২৮০ কড়া
১ " "	=	৩৮৪০ ক্রান্তি
১ " "	=	৭৬৮০০ তিল

১। ২০ বিন্দু = ১ ঘুণ (৹৴) যথা ঃ- ৹৴, ৹৵, ৹৶,

২। ৪ ঘুণ = ১ রেণু (৹৷) যথা ঃ- ৹৷, ৹৷৷, ৹৸

৩। ৪ রেণু = ১ তিল (৹১)

৪। ১৬ ঘুণ = ১ তিল

৫। ৮০ রেণু = ২০ তিল

৬। ২০ তিল = ১ কাক

১। ১ তিল = ৪ রেণু
২। ১ রেণু = ৪ ঘুণ
৩। ১ ঘুণ = ২০ বিন্দু

১। ৫ গণ্ডায় ১ পয়সা
২। ২ পয়সাতে অর্ধ আনা
৩। ৪ পয়সাতে এক আনা
৪। ২ আনায় এক দুয়ানি
৫। ২ দুয়ানিতে এক সিকি
৬। ৪ আনায় এক সিকি

মেট্রিক পদ্ধতির হিসাব

মেট্রিক (Metric) একক পদ্ধতি ১৮ শতকের শেষ ভাগে প্রথম ফ্রান্সে চালু হয়। সিস্টেমটি প্রথম ১৬৭০ সালে ফ্রেঞ্চ জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং গণিতবিদ গ্যাব্রিয়েল মুতন (১৬১৮-৯৪) দ্বারা প্রস্তাবিত এবং ১৭৯০ সালে রিপাবলিকান ফ্রান্সে প্রমিত হয়েছিল। প্রায় ২০০ বছর পর মেট্রিক একক পদ্ধতির পরিবর্তে SI একক পদ্ধতি চালু হয়। এই পদ্ধতিতে মূল এককের সাথে কিলো, হেক্টো, ডেকা, ডেসি, সেন্টি, মিলি প্রভৃতি উপসর্গ যোগ করে নতুন একক তৈরী করা যায়। দশমিক বিন্দুকে ডানে বা বামে সরিয়ে এককগুলো তৈরী করা যায়। এই পদ্ধতি আমাদের দেশে ১লা জুলাই ১৯৮২ সালে প্রথম চালু হয়। বর্তমান পৃথিবীর প্রায় শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি দেশে এই পদ্ধতি চালু আছে।

এ পদ্ধতিতে দু'ধরনের শিকল ব্যবহার করা হয়। যথা: (ক) বড়মিটার শিকল ও (খ) ছোট মিটার শিকল। বড় মিটার শিকলের দৈর্ঘ্য ৩০ মিঃ এবং ছোট মিটার শিকলের দৈর্ঘ্য ২০ মিটার। উভয় শিকলই ১০০ ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগকে লিংক বা কড়ি বলে। বড় শিকলের ১ কড়ি ৩০ সেঃ মিঃ ও ছোট শিকলের ১ কড়ি ২০ সেঃ মিঃ। উভয় শিকলেই ১০ লিংক পর পর একটি করে নছ বা ফুলি থাকে।

<u>প্রয়োজনীয় সূত্রাবলী :</u>

১০ মিলিমিটার	= ১ সেঃ মিঃ
১০০ সেঃ মিঃ	= ১ মিঃ
১০০০ মিঃ	= ১ কিঃ মিঃ
১ এয়র	= ১০০ বর্গ মিঃ
১০০ এয়র	= ১০,০০০ বর্গ মিঃ

১ হেক্টর = ১০,০০০ বর্গ মিঃ
১ হেক্টর = ২৫ বর্গ চেইন
১ হেক্টর = ১০০ এয়র
১০০ হেক্টর = ১ বর্গ কিঃ মিঃ
১ হেক্টর = ২.৪৭ একর (প্রায়)
১ হেক্টর = ৭.৪৭ বিঘা (,,)
১ বর্গ কিঃ মিঃ = ০.৩৮৬ বর্গমাইল
১ বর্গমাইল = ২.৫৯ বর্গ কিঃ মিঃ
১ বর্গমাইল = ২৫৯ হেক্টর
২৫ সেঃ মিঃ = ১ কিঃ মিঃ [১৬˝ = ১ মাইল]
১ সেঃ মিঃ = ২ চেইন [২০মি. চেইন]
১ কিঃ মিঃ = ৫০ চেইন (”)
১ বর্গ মিঃ = ১.২ বর্গগজ
১ কিঃ মিঃ = ৩২৮১.৫২ ফুট (প্রায়)
১ কিঃ মিঃ = ১০৯৩.৮৪ গজ (প্রায়)
১ কিঃ মিঃ = ৪.৯৭ ফার্লং (প্রায়)
১ কিঃ মিঃ = ০.৬২ মাইল
১ মিটার = ৩.২৮ ফুট
১ মিটার = ১.০৯ গজ

উদাহরণঃ একটি আয়তাকার জমির দৈর্ঘ্য ৬০ মিটার এবং প্রস্থ ৪০ মিটার হলে ঐ জমির ক্ষেত্রফল কত এয়র ?

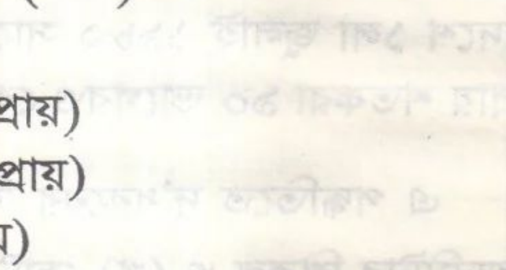

∴ নির্ণেয় ক্ষেত্রফল = ৬০ × ৪০
= ২৪০০ ÷ ১০০
= ২৪ এয়র [১০০ বর্গ মিটার = ১ এয়র]

উত্তরঃ ২৪ এয়র।